তারিখ: [illegible]
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৪

দৈনিক
ইত্তেফাক

শিক্ষা ■ ড. ফাদার হেমন্ত পিউস রোজারিও, সিএসসি

নটর ডেম কলেজে নিজস্ব প্রক্রিয়ায় চলতি ভর্তি প্রসঙ্গে

বহু শতাব্দী ধরে কাথলিক চার্চ বিভিন্ন দেশের সরকারের ঘোষিত নিয়ম-কানুনের আওতায় ও তাদের নিজস্ব কিছু রীতি-নীতি অনুসরণপূর্বক যুগোপযোগী এবং ফলপ্রসূ শিক্ষা বিস্তার করে জাতি গঠনে অবদান রেখে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাথলিক চার্চ বিগত চারশত বছর ধরে বাংলাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও দক্ষতার সাথে পরিচালনা করে আসছে। আমাদের বিশেষ লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীরা যেন সৎ, আত্মবিশ্বাসী, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মনোভাবাপন্ন ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠে ভবিষ্যতে তাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব সততা, দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে পালন করতে সক্ষম হয়।

চার্চ পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো দেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হওয়ার জন্য অশুভ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে না। তাই কেবল ভালো শিক্ষার্থী ভর্তি করানোর অভিপ্রায় এসব প্রতিষ্ঠানের নেই। বরং মেধার সুষম উন্নয়নে বিশ্বাসী এসব প্রতিষ্ঠান অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে থাকা, সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে জাতির জন্য মানব সম্পদ উন্নয়নে কাজ করে।

যে সকল বিষয় বিবেচনায় রেখে কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়া পরিচালনা করা হয় তা হচ্ছে: সকলের জন্য ভর্তি কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ উন্মুক্ত রাখা। গ্রাম ও দেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ভর্তি প্রার্থীদের জন্য সুনির্দিষ্ট কোটা সংরক্ষণ। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত চার্চ পরিচালিত উচ্চ বিদ্যালয়গুলো থেকে আসা প্রার্থীদের বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করা। প্রতিবন্ধী ও গরিব প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া। প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক বা কর্মচারীদের সন্তানদের বিষয় বিবেচনা করা। ভর্তি কমিটি কর্তৃক ভর্তি প্রক্রিয়া পরিচালনা ও সম্পন্ন করা। চার্চ পরিচালিত কলেজে বিশেষ করে দরিদ্র, বঞ্চিত-অবহেলিত, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, পাহাড়ি ও প্রান্তিক, অনগ্রসর, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করার জন্য আমাদের নিরন্তর ও নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। অতিসম্প্রতি বাংলাদেশের কলেজসমূহে ভর্তিতে অনলাইন প্রক্রিয়ার বিষয়টি আমরা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি। বিগত কয়েক বছরসহ এ বছরও সরকার কর্তৃক অনুসৃত ভর্তির নীতিমালায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ভর্তি পরীক্ষা নেয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করায় শিক্ষার সঠিক লক্ষ্য অর্জন করার ক্ষেত্রে আমাদের প্রচেষ্টা অনেকটা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। এমতাবস্থায় আমরা মনে করি: শিক্ষার্থী-ভর্তি সংক্রান্ত বিষয়টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটি নিজস্ব অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা, যা দেশে অতীতের মতো এখনো অনেক প্রতিষ্ঠানে স্বীকৃত, অনুমোদিত ও সমাদৃত। (স্মরণ্য: সরকারি-বেসরকারি স্কুলসমূহে তৃতীয়-নবম শ্রেণিতে ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তিপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হচ্ছে।)

একাদশ শ্রেণিতে শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য বোর্ড কর্তৃক নির্বাচিত ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর সংক্রান্ত কোন তথ্য প্রকাশ করা হয় না বিধায় বিষয়টি অস্বচ্ছ।

শিক্ষার্থীদের অতীতের অর্জন, শিক্ষার সামর্থ্য, শিক্ষা-বিভাগ বেছে নেয়ার সক্ষমতা, তাদের আচরণ, মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি ও সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ থাকার মানসিকতা যাচাইপূর্বক তাদেরকে ভর্তি করার সুযোগ এই নীতিমালায় নেই।

বাংলাদেশের সংবিধানে শিক্ষা সংক্রান্ত নির্দেশ (শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ১২-০৪-৮৯ খ্রি. তারিখের শা/৪/১-৩২/৮৮/৫২৪ পৃষ্ঠা -৩০২) অনুসরণ করে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠিকে মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের সুযোগ দেয়ার জন্য চার্চ পরিচালিত কলেজগুলোতে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে প্রতি বছর গ্রাম থেকে আসা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য আসন নির্ধারিত রাখা হয়। এই শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ভর্তি করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা চার্চের জন্য সার্বজনীন শিক্ষা-দর্শন ও মূল্যবোধের পরিপন্থী।

যেহেতু নটর ডেম, হলিক্রস ও সেন্ট যোসেফস কলেজ সরকারি আর্থিক অনুদান ছাড়াই প্রাইভেট কলেজ হিসেবে পরিচালিত এবং এই কলেজগুলো ভর্তি বাণিজ্য দোষে দুষ্ট নয়, সেহেতু এসব কলেজে ভর্তি নীতিমালা স্বতন্ত্রভাবে বিবেচনা করা সমীচীন বলে মনে করি।

উপর্যুক্ত কারণে বিগত তিন বছর ধরে এবং এ বছরেও সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্তা ব্যক্তিদের সাথে অনেক আলাপ-আলোচনা সত্ত্বেও ভর্তির নীতিমালা ২০১৫-২০১৬ খ্রি. তিনটি কলেজে চাপিয়ে দেয়ার কারণে এবং আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বলেই নটর ডেম কলেজ, হলিক্রশ কলেজ ও সেন্ট যোসেফ কলেজ বাধ্য হয়ে সুবিচার পাওয়ার জন্য মহামান্য আদালতের আশ্রয় নিতে হয়েছে এবং বিজ্ঞ আদালত তাদের আবেদনের সুবিচার নিশ্চিত করেছেন।

আদালতে যাওয়ার অর্থ এই নয় যে, আমরা সরকারের নীতির বিরুদ্ধে। ভবিষ্যতে যেন ন্যায়বিচার পাওয়ার প্রত্যাশায় আদালতে যাওয়ার প্রয়োজন না পড়ে, তার সুষ্ঠু একটা সমাধান সরকারের কাছ থেকে প্রত্যাশা করে আসছিলাম। কিন্তু, এ বিষয়ে পারস্পরিক সংলাপ ছাড়া একতরফা সিদ্ধান্ত নেয়ায় আমরা সংক্ষুব্ধ হয়ে আদালতের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছি।

আমরা আবেদনও করেছিলাম শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক প্রণীত অনলাইন প্রক্রিয়ার পরিবর্তে অথবা অনলাইন প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক বিশেষ ব্যবস্থাপনায় চার্চ পরিচালিত কলেজগুলো যেন নিজস্ব ভর্তির নীতি অনুসরণ করে সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারে, কিন্তু সে বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কোন অনুমতি আমরা পাইনি।

পরিশেষে সকলের অবগতির জন্য জানাতে চাই যে, আমরা মহামান্য আদালত কর্তৃক নির্দেশিত ভর্তি প্রক্রিয়া অনুসরণ করত সরকার ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাশীল থেকে এ বছর ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবো এবং এ প্রক্রিয়া আগামী বছরগুলোতে অব্যাহত রাখার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের সহানুভূতিপূর্ণ অনুমোদন গ্রহণের ব্যবস্থা নেয়ার চেষ্টা করবো।

লেখক: অধ্যক্ষ, নটর ডেম কলেজ